দৈনিক খবর

তারিখ 31 MAY 1991
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 6

মতামত

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার গুরুত্ব

কোহিনূর ইসলাম

বর্তমান পৃথিবী অশান্ত হিংসায় উন্মত্ত। যুদ্ধ আজ পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে চলেছে। পৃথিবীর মানব সভ্যতার প্রথম অরুণোদয় যেখানে ঘটেছিল, সেখানে মার্কিন, ইংল্যান্ড, জাপান, ফ্রান্সের বহুজাতিক বাহিনীর বোমা ধ্বংস করেছে হাসপাতাল, মাতৃসদন, মসজিদ, শিশু খাদ্য তৈরীর কারখানা, নার্সারিস্কুল। খুন হয়েছে অসংখ্য নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষ।

আজকের অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি আনতে হলে প্রকৃত শিক্ষার দরকার। এজন্য শিক্ষার্থীর মন তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের মূল উৎপাটন করতে হলে, শিক্ষার্থীর মনের জমি ভাল করে আবাদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার মাধ্যমগুলো গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার প্রধান প্রত্যক্ষ মাধ্যম হল বিদ্যালয়। বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ মাধ্যমগুলো হলো রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সিনেমা প্রভৃতি। তবে বিদ্যালয় ও অন্যান্য পরোক্ষ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভয় মাধ্যমের শিক্ষা বিপরীতধর্মী না হয়। শিশু মনে যেন কোন দ্বন্দ্ব, সংশয়, সন্দেহ সৃষ্টি না করে। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী এমন হতে হবে যেন পরোক্ষ মাধ্যম মারফত গৃহীত শিক্ষা বিদ্যালয় পরিবেশে পূর্ণতা লাভ করে, সমন্বয় সাধিত হয়, ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। শিশু মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা শান্তিতে বসবাসের আকাঙ্খা দুই-ই মানুষের মনের সঙ্গে যুক্ত। দুই এর বীজ মানুষের মনে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনকে যদি ঠিকভাবে তৈরী করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ আর সংঘটিত হবে না। মানুষের মনেই যুদ্ধের জন্ম। আর এই মনেই শান্তির বীজ বপণ করতে হবে।

আমরা শান্তির জন্য যুদ্ধের রাজনীতির মুখ চেয়ে বসে থাকি। কিন্তু যুদ্ধ রাজনীতি শান্তি স্থাপন করতে পারে না। বিশ্বের শান্তির জন্য আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে থাকি। আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের অবস্থান সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ শান্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছে। মানুষের মন যদি না চায়, তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন শক্তি আছে যে সে শান্তির আশ্বাস দেবে। কোন শর্তব্য চুক্তিপত্র যুদ্ধের সাময়িক সমাপ্তি ঘোষণা করে মাত্র, চিরস্থায়ী নয়। নিরাপত্তা পরিষদের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্র এমন অবস্থান নিয়েছে যার ফলে রাষ্ট্র সংঘের সনদ অনুযায়ী কাজ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পরিষদকে অচল করে দেয়া হয়েছে।

তাই ব্যক্তিমন তৈরী করতে হবে। ব্যক্তিমন তৈরী হলেই সমাজ মন তৈরী হবে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। সমাজের পরিবেশ সুস্থ থাকলেই ব্যক্তিমন তৈরী সহজ হবে। তখন ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ মানসিক ও সামাজিক গুণগুলোর বিকাশ সাধন হবে। ধ্বংস হবে আগ্রাসী যুদ্ধ প্রবৃত্তি উগ্রজাত্যাভিমান, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, পরকে শোষণ ও হস্তক্ষেপের প্রয়াস।

যুদ্ধের পথ পরিহার আর শান্তির পথে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের চালিত করতে হলে তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা সহানুভূতি, সহযোগিতা, সাম্য ও ঐক্যের মনের প্রসারতা, স্বচ্ছ চিন্তা শক্তি, বিচার ক্ষমতা, উদার সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, শৃঙ্খলাবোধ, প্রকৃত দেশপ্রেম ইত্যাদি গুণগুলোর বিকাশ সাধনে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয় হবে এইগুলোর বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তৈরী হবে ভবিষ্যতের সুনাগরিক। তাদের সামনে প্রচার করতে হবে-

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে,
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

শিশুদের মনে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে হবে।

নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকলেই মনের ভিতর নানা বিরোধ সৃষ্টি হয়। সবকিছুর প্রতি একটা বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়। নিরাপত্তাবোধ শিশুকে শান্তির প্রতি বিশ্বাসী করে তোলে। নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টিতে বিদ্যালয়, গৃহ ও পরোক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

বিদ্যালয়, গৃহ ও পরোক্ষ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিশুর নৈতিক গুণাবলীর বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নৈতিক গুণগুলো বিকাশ সাধনের দ্বারা ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মন শান্তির পথে পরিচালিত করা যেতে পারে। পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের জীবন কথা আলোচনা করতে হবে।

শিশুর মনে শান্তির নীড় রচনা করতে হলে শিশুকে সৃজনধর্মী করে তুলতে হবে। শিশুদের মনের চাহিদা ও আগ্রহের প্রবণতাগুলোকে যদি সঠিক সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, তাহলে তাদের মনের উত্তেজনা হ্রাস পাবে। এজন্য বিদ্যালয়, গৃহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক, কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু মনকে সৃজনধর্মী করে তুলতে পারলে একুশ শতকে প্রবেশগামী নাগরিকের দল শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হবে বলে আশা করা যায়।

পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর ও ভৌগলিক দিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রচনা করলেও আমরা কিন্তু একই পৃথিবীর সন্তান এবং একই মানবজাতি। সমগ্র পৃথিবী আজ পরস্পরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ। আকাশ থেকে দেখলে দেখা যাবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরাক ও ইরান একই পৃথিবীর অংশ। আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের মানুষ প্রত্যেক দেশের মানুষের সাথে এমনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেক দেশের সাথে এমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত যে, পৃথক বা এককভাবে কোনটিকে দেখা যায় না।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে কি কি কারণে অতীতে যুদ্ধ বেধেছিল বা কি কারণে এখন যুদ্ধ হচ্ছে। তখন সে বড় হয়ে সেগুলোকে পরিহার করে চলবার চেষ্টা করবে।

আজ যারা কিশোর আগামী একবিংশে শতাব্দীতে তারা হবে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক। আগামী দিনে তারা দেশের ভাগ্য ও বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। তাই এই কিশোরদের মনে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সহাবস্থানের বীজ যথাযথভাবে বপণ করতে না পারলে যুদ্ধকে এড়ানো যাবে আগামী দিনে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে হলে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে সংযোগ সাধন করতে হবে। বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে মেলামেশা ও সংযোগ সাধন করে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। মেলামেশায় সম্পর্ক সহজ হয়, দূর নিকট হয়। পার্থক্যের বদলে আসে ঐক্যের বন্ধন, সংকীর্ণতার বদলে আসে উদারতা। যুদ্ধ আনে মহা অনর্থ। যুদ্ধ বাধে মানুষের অসহিষ্ণুতায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাবমেরিন ও বিমানের ব্যবহার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ্যাটমবোমার ব্যবহার আর হিরোশিমা ও নাগাসাকির আর্তনাদ মানুষের মনে এখনও বিভীষিকার সৃষ্টি করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে উভয়পক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত নাপামা বোমা ও জ্বালানি বোমা অসামরিক জনসাধারণের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ধ্বংস ও জীবনহানি ঘটিয়েছে। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানব সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মানব সভ্যতাকে যদি সত্যিই বাঁচাতে হয়, তাহলে যুদ্ধ পরিহার করে চলাই হবে মানবিক নীতি।

আজকের এই দারুণ সংকটময় পরিস্থিতিতে সুশিক্ষাই একমাত্র মুক্তির উপায়। বর্তমান যুদ্ধঘটিত সমস্যাবলী শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদদের সামনে নিয়ে এসেছে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব। শিক্ষা যদি বিশ্বজনীন, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের অনুকূলে গঠিত না হয় তাহলে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।